সমকাল

তারিখ : 10 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 2

উচ্চশিক্ষা, জঙ্গিবাদ ও নতুন দিনের প্রত্যাশা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মাসুদ পারভেজ রানা

শিক্ষক, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কয়েকদিন আগেই ঘটে যাওয়া গুলশান হত্যাকাণ্ড আমাদের গভীরভাবে বেদনাহত করেছে। খবরে প্রকাশ, বিত্তবান পরিবারের পড়ুয়া যুবকরা বিপথগামী হয়ে জিম্মি ও হত্যাকাণ্ডের মতো নজিরবিহীন ঘটনার জন্ম দিয়েছে। জানা গেছে, কয়েকজনের পিতামাতা জানতেনই না তাদের সন্তান কোথায় আছে এবং কী করছে। ঘটনাটি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদ দেয়

গত ৬ জুলাই ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন। ১৯৫৩ সালের এই দিনটি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি উত্তরাঞ্চলের জ্ঞানের বাতিঘর হিসেবে অবদান রেখে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই এটি উত্তরাঞ্চল তথা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণালয় বলে পরিগণিত হয়। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচিত। দীর্ঘ ৬৩ বছরের পথচলায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনেক। বাংলাদেশের প্রায় সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনীতিকীকরণ ব্যতীত সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় অনেকটা উন্নয়নশীল বলে প্রতীয়মান।

তার পরও হৃদয়বিদারক খবরের দিক দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কমতি নেই। সম্প্রতি ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হত্যাকাণ্ড আমাদের গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের মধ্যে আতঙ্কের সূত্রপাত হয়েছে। দৃশ্যমান কারণ ছাড়া এই ধরনের হত্যাকাণ্ড মূলত নিরীহ ও পক্ষপাতহীনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় বেশি। এ ছাড়া নিরন্তর মোবাইল ফোনে হত্যার হুমকি এবং টাকা চাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। শুনেছি অনেকেই পুলিশে জানানোর বদলে গোপনে টাকার বিনিময়ে আতঙ্কহীন থাকার চেষ্টা করছেন। কষ্টের কথা হলো এরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনার একটিরও কার্যকর সুরাহা করা যায়নি।

সময়ে সময়ে ঘটে যাওয়া ছাত্র সংঘর্ষও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দখলদারি রাজনীতির কারণেই সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল। ফলে অসময়ে জীবন দিতে হয়েছে অনেক ছাত্রকে। অনেক পিতামাতা হারিয়েছেন তাদের আদরের সন্তান। অনেকে আবার পঙ্গুত্ব বরণ করে সারাজীবন ধুঁকে ধুঁকে মরছেন।

আমাদের ব্যর্থতা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি প্রকৃত শিক্ষা ও গবেষণার পবিত্র ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। শিক্ষক কিংবা ছাত্রছাত্রী সকলেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাজনীতির আজ্ঞাবাহী হয়ে উঠেছি। কাউকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা অথবা ক্ষমতা অর্জনের অন্যতম যন্ত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি-আমরা সকলেই না বুঝেই শিক্ষা ও গবেষণার পবিত্র ব্রত থেকে দূরে থেকে শুধু রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের ফাঁদে পা দিয়েছি। ফলাফলে বিশ্ববিদ্যালয় হারিয়েছে তার প্রকৃত রূপ, প্রকৃত সার্থকতা।

অথচ আমাদের একটি সিদ্ধান্তই বদলে দিতে পারে এই করুণ পরিণতি। আজ এবং এখনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদের পেশাদারিত্বে ও কর্মকাণ্ডে যেন কোনোরূপ রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের প্রভাব না থাকে। এই মোতাবেক সরাসরি দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি না করে, বরং রাজনীতি শেখা ও রাজনৈতিক জ্ঞান তৈরিতে মনোনিবেশ করার প্রয়াস নিতে হবে। আমার বিশ্বাস, শিক্ষকগণ যদি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাহলে ক্রমে ক্রমে ছাত্রছাত্রীসহ সকলের মধ্য থেকেও অতিমাত্রায় রাজনৈতিক চর্চা অথবা পক্ষপাতিত্ব দূর হয়ে যাবে।

কয়েকদিন আগেই ঘটে যাওয়া গুলশান হত্যাকাণ্ড আমাদের গভীরভাবে বেদনাহত করেছে। খবরে প্রকাশ, বিত্তবান পরিবারের পড়ুয়া যুবকরা বিপথগামী হয়ে জিম্মি ও হত্যাকাণ্ডের মতো নজিরবিহীন ঘটনার জন্ম দিয়েছে। জানা গেছে, কয়েকজনের পিতামাতা জানতেনই না তাদের সন্তান কোথায় আছে এবং কী করছে। ঘটনাটি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদ দেয়। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর থেকেই পিতামাতারা সন্তানদের প্রতি নজর নেওয়া কমিয়ে দেন। সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে মাসিক বা সেমিস্টারভিত্তিক টাকা জোগান দিতে পারলেই যেন দায়িত্ব শেষ। প্রত্যেক বর্ষের/সেমিস্টারের অগ্রগতি জানা, কোন ধরনের বন্ধুদের সঙ্গে উঠাবসা করছে অথবা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে কি-না এসব খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজনটুকুও মনে করেন না অনেকে। ফলে সন্তানরা পিতামাতার কাছে জবাবদিহি অথবা তাদের অনুভূতি শেয়ার করার সুযোগ পায় না। পিতামাতারা বুঝতে পারেন, যখন অনেক দেরি হয়ে যায়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রীর বিপথগামী হওয়ার খবরাখবর আমরা অতীতে জেনেছি। শিক্ষক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে অতীতে অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূলত কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়নের অনাগ্রহ এবং প্রথম বর্ষে অকৃতকার্য হওয়ার পরেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিপথগামী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এ জন্য প্রত্যেক পিতামাতার উচিত এই সময়ে তাদের সন্তানদের খোঁজ-খবর নেওয়া, তাদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কিছু উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমন, প্রত্যেক বর্ষে/সেমিস্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন পিতামাতার কাছে পাঠানো যেতে পারে। প্রত্যেক বিভাগের উদ্যোগে বছরের কোনো একদিন শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন করা যেতে পারে। প্রত্যেক বর্ষের পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের তদারকির জন্য এক/দু'জন শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

সর্বোপরি আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যোগ্য ও উন্নত করে গড়ে তোলা। আমার বিশ্বাস, শিক্ষকরাই পারেন যে কোনো ছাত্রছাত্রীকে পরিণত করে গড়ে তুলতে। হয়তো বা কোনো একদিনের ছোট একটি পরামর্শ বা উপদেশ অনেক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সর্বোৎকৃষ্ট অনুঘটক হয়ে উঠতে পারে। আমরা সবাই জানি ক্লাসের কোন ছাত্র বা ছাত্রীটি কেমন পড়াশোনা করছে। না জানলেও জানার উপায় মোটেও কঠিন নয়। প্রয়োজন শুধু একটু উদ্যোগ, একটু সচেতনতা। আশা করি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করবে, প্রশাসনিক অভিভাবকরা সুস্থ ও স্বাভাবিক শিক্ষিত প্রজন্ম তৈরিতে দৃশ্যমান অবদান রাখবেন।

mprgesru@yahoo.com